মহান বিজয় দিবস-২০২১

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস, বীরের জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশের দিন, পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ নাম প্রতিষ্ঠার মাইলফলকের দিন। ১৯৭১ সালের এই দিন অপরাহ্নে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বীর বাঙালির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। বহু বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে মুক্তির অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি এবং একই সাথে উদযাপন করছি জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী । বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। বঙ্গবন্ধুর হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি চাকুরিতে নার্সদের ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন এবং পূর্বতন সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। বাংলাদেশের জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এবং সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক গৃহিত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের বিভিন্ন নীতিমালা-কৌশলপত্র প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি প্রস্তুতসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা খাতে ১৪ হাজার নার্স ও ১৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান, প্রায় পাঁচ শতাধিক বিশেষায়িত আইসিইউ নার্স গড়ে তোলা, দেশব্যাপী নার্স ও মিডওয়াইফদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান, নার্স ও মিডওয়াইফদের নতুন পদ সৃজন, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্সগণের চাকরি স্থায়ীকরণ, বহুল প্রতীক্ষিত সিলেকশন গ্রেড প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক পদায়ন, নতুন নার্সিং কলেজ ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন, শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। কোভিড -১৯ এর মহাদুর্যোগের মধ্যেও আমাদের নার্স ও মিডওয়াইফগণ নির্ভীক সৈনিকের মত সাহসিকতার সাথে জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। ঝুঁকিপূর্ণ এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৩৫ জন নার্স ও মিডওয়াইফ মৃত্যবরণ করেছেন। এছাড়া করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা প্রদান করতে গিয়ে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অনেক নার্স ও মিডওয়াইফ। কোভিড-১৯ এর যুদ্ধে নার্স ও মিডওয়াইফগণের এই আত্মনিবেদন স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

আজ এই মহান বিজয় দিবসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি সারাজীবন বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। যার সংগ্রামী জীবন ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দান করেছে। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

একনিষ্ঠভাবে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলাই হোক বাংলাদেশের সকল নার্স ও মিডওয়াইফগণের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরব ও অহংকারের দিন। দীর্ঘ নয় মাস বিভীষিকাময় সময়ের পরিসমাপ্তির দিন। ৫০ বছর আগে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই দেশে উদিত হয়েছিল নতুন এক সূর্য।

৩০ লাখ শহীদের আত্মদান, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং কোটি বাঙালির আত্মনিবেদন ও বীরত্বে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় বাঙালি জাতি। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে মুক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ এ বাংলা ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৫২'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, ১৯৫৬'র সংবিধান প্রণয়নের আন্দোলন, ১৯৫৮'র মার্শাল 'ল বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২'র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬'র বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন, ১৯৬৮'র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ এর রক্তঝরা গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' খ্যাত কালজয়ী ঐতিহাসিক ভাষণ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে বাঙালি জাতি।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালির উপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরু হলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি অর্জন করে স্বপ্নের স্বাধীনতা। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে বিজয়। যে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু একাত্তরের ৭ মার্চ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে জাতিকে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই পরাজয় মেনে নিয়ে মাথা নত করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করেছিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ দিয়েছেন। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তাঁর আরেক স্বপ্ন ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আধুনিক এবং উন্নত দেশে পরিণত হবে। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচক ও জরিপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই দক্ষতার সাথে মহামারি করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং বিশ্বের বহু বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা ভেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো বিলম্ব না করে দেশের বৃহত্তর স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তিনি গড়ে তোলেন একের পর এক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে আজকের এই উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নার্সিং পেশার মান বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত নারীদের নার্সিং পেশায় আনার পরিকল্পনা তাঁরই। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে ও জনগণের জন্য মানসম্মত নার্সিং সেবা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছেন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

০১। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দক্ষ শিক্ষক পদায়ন।

০২। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ হতে সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং কলেজে পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করার লক্ষ্যে অভিন্ন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া চালু।

০৩। ০৫টি সরকারি নার্সিং কলেজে পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্স চালু, ০৯টি সরকারি নার্সিং কলেজে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু ও ০৪টি বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টারকে আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হিসেবে উন্নীতকরণ।

০৪। ১৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ২৫টি করে মোট ৪৭৫টি আসনে ডিপোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু ও ০৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান ডিপোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের আসন সংখ্যা প্রতিটিতে ২৫টি করে বৃদ্ধি।

০৫। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন ০৬টি নতুন নার্সিং কলেজ ও ০১টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ১৬টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজে উন্নীতকরণ ও নিয়ানার, মুগদা, ঢাকায় ০১টি আধুনিক মানের সিম্যুলেশন ল্যাব স্থাপন।

০৬। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস অপারেশনাল প্লানের আওতায় নার্স ও মিডওয়াইফদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১২টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

০১. রাজধানীর মহাখালীতে ২০ তলা ফাউন্ডেশনে নির্মিত ১০ তলা নিজস্ব ভবনে জুলাই ২০২০ খ্রিঃ হতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু, ডিজিএনএম এর নবনির্মিত ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃশ্য ম্যুরাল স্থাপন।

০২. বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ২০২০-২০২১ উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ি বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথভাবে ও বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস জানার জন্য ডিজিএনএম এ আগত সকল নার্স, মিডওয়াইফ ও দর্শনার্থীর জন্য মুজিব কর্নার স্থাপন।

০৩. বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ২০২০ সালে ৫,০৭৫ জন ও ২০২১ সালে ৮১২৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রদান এবং নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান।

০৪. মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার ইউনিটে মিডওয়াইফগণ কর্তৃক স্বাভাবিক প্রসবকরণ বৃদ্ধি ও মিডওয়াইফ কর্তৃক গর্ভকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে সেবায় টেলি সেবা সার্ভিস চালু।

০৫. মিডওয়াইফদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের বাংলা ভার্সনের অনুমোদন ও নব-নিয়োগকৃত মিডওয়াইফদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত।

০৬. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন সকল নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও নন-নার্সিং কর্মকর্তাগণের জন্য এসিআর প্রদান-সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং ১০ম গ্রেডভুক্ত নার্সদের বদলী নীতিমালা ও হাসপাতালে ওয়ার্ড ইনচার্জ পরিবর্তন নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন।

০৭. দেশে বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক নার্সকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (ICU) রোগীর সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪৮০ জন নার্সকে আইসিইউ বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতির পিতার কর্মসময়ে বাংলাদেশে নার্সিং পেশার উন্নয়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে (১৯৭২-১৯৭৫) বাংলাদেশে নার্সিং পেশার উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলি হলো-

- ১৯৭২ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্থান নার্সিং কাউন্সিল এর নাম পরিবর্তন করে নার্সিং শিক্ষা ও সেবা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল নামে রুপান্তর করা হয়।
- একই বছরে সিনিয়র রেজিষ্টার্ড নার্সিং কোর্সের জন্য কারিকুলাম/পাঠ্যসূচী তৈরী করা হয়।
- একই বছরে বেতন স্কেলসহ হাসপাতালের মেট্রোন ও অধ্যক্ষ নার্সিং স্কুলকে ১ম শ্রেণি ও সিষ্টার টিউটরকে ২য় শ্রেণীর পদ দেয়া হয়।
- জাতির পিতার শাসনামলে নার্সিং পেশার প্রোফেশনাল বডি হিসেবে বাংলাদেশ নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে টাংগাইল ও পটুয়াখালিতে ২ টি নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- দেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও ১ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু হয়।
- একই সালে নার্সিং স্কুলের নাম বদল করে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নামকরণ হয়।
- একই বছর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য নার্সদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আমি রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি। আমাদের নার্সিং যেন আমাদের সমাজের জন্য একটি অসম্মানজনক পেশা। আমি বুঝতে পারিনা এ সমাজ কি করে বাঁচবে। একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে,তার সম্মান হবেনা আর ভালো কাপড় চোপড় পরে যারা ঘুরে বেড়াবে তার সম্মান হবে অনেক উচ্চে, চেয়ার খানা তাকেই দেয়া হবে। এরও একটা মান থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবদের সাথে পরামর্শ করেছিলাম যে, আপনারা আমাকে একটা প্লান দেন যাতে আই এ পাশ এবং গ্রাজুয়েট মেয়েরা এখানে আসতে পারে।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ কিছু ছবি

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ভাষণ (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১২ জানুয়ারি, ১৯৭২)।

পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের 'এবডো' (দি ইলেকটিভ বডি ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার) জারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬২)।

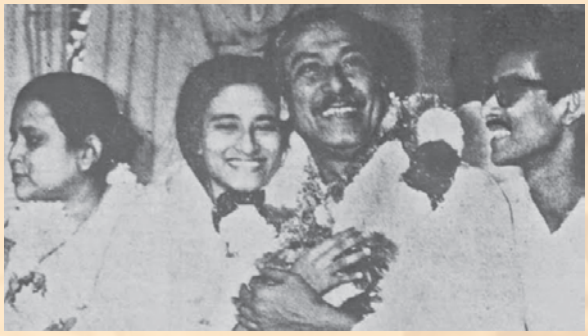

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং কারামুক্তির পর কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পাশে আছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও পুত্র শেখ কামাল (১৯৬৯)।

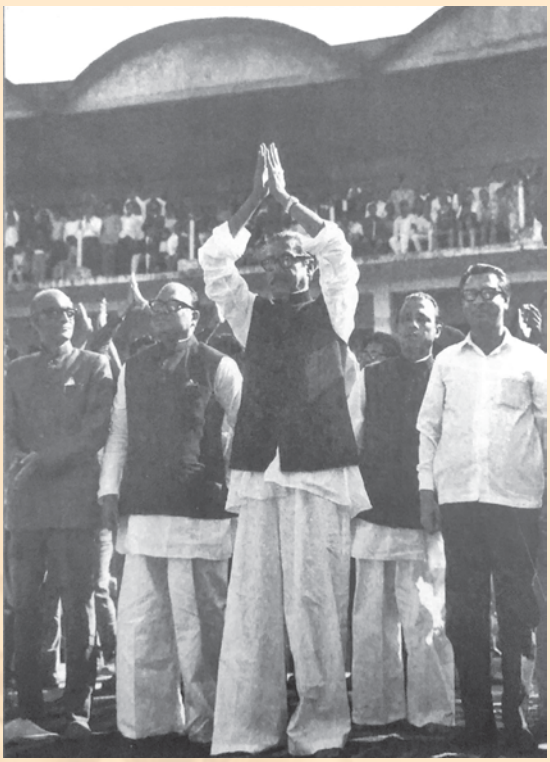

জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে জাতীয় চার নেতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূল্যায়ন এবং উদ্ধৃতি

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল। **ইন্দিরা গান্ধী,** গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো, গণপ্রজাতন্ত্রী কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কিংবদন্তি বিপ্লবী

সহিংস ও কাপুরুষোচিতভাবে বাংলাদেশের জনগণের মাঝ থেকে এমন প্রতিভাবান ও সাহসী নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়া কী যে মর্মান্তিক ঘটনা! তারপরও বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁরই কন্যার নেতৃত্বে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে বন্ধু ও সমর্থক হতে পেরে গর্ববোধ করে।

জন কেরি, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহসী নেতা। **প্রণব মুখার্জী,** ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের সম্পত্তি নন। তিনি সমগ্র বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত। **মোহাম্মদ হাসনাইন হাইকল,** প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক

আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব এবং কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিবের চরিত্রের বিশেষত্ব। **ইয়াসির আরাফাত,** ফিলিস্তান মুক্তি মোর্চার সাবেক নেতা, নোবেল বিজয়ী

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীকে সেবা প্রদান করছেন নার্স ও মিডওয়াইফবৃন্দ

এক নজরে করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কার্যক্রম

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ৫০৭৫ জন নতুন নার্স নিয়োগ

২। সারা দেশে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে নার্স পদায়ন

৩। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় বিমানবন্দরে নার্স পদায়ন

৪। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে কোভিড-১৯ জরুরী ব্যবস্থাপনা সেল চালু

৫। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল সমূহে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফারদের কার্যক্রম, আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা

৬। করোনাকালীন অতিবয়স্ক, গর্ভবতী, ল্যাকটেটিং মাদার ও বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত নার্সদের করোনা ইউনিটে দায়িত্ব না দিয়ে যথাসম্ভব নিরাপদ ওয়ার্ডে দায়িত্ব প্রদান

৭। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গর্ভবতী মায়ের সেবায় মিডওয়াইফদের সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়োজিত রাখা।

কোভিড ইউনিটে কর্মরত নার্স

কোভিড আইসিউতে কর্মরত নার্স

কোভিড ইউনিটে কর্মরত নার্সগণ

নার্সিংয়ের মতো একটা সেবামূলক পেশা, যে পেশাটি আমি মনে করি সব থেকে সম্মানজনক একটি পেশা। কারণ একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তার সেবা করা, তার পাশে থেকে তাকে রোগমুক্ত করা- এর থেকে বড় সেবা আর কী হতে পারে।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিয়ানার ভবন

নিয়ানার ভবন উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ

নবনির্মিত ঝালকাঠি নার্সিং কলেজ

আইসিইউ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী নার্সগণের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

আইসিইউ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

রিসোর্স পার্সন প্যানেল তৈরির লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটির সভা

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর শপথ

আমি নিষ্ঠার সহিত সৃষ্টিকর্তার নিকট এবং সর্বসমক্ষে শপথ করিতেছি যে, আমি পবিত্রতার সহিত জীবন যাপন করিব এবং বিশ্বস্থতার সহিত আমার কর্তব্য কর্মসম্পাদন করিব। আমি, যাহা কিছু অন্যায় ও ক্ষতিকর, তাহা থেকে নিজেকে বিরত রাখিব এবং জ্ঞাতসারে ক্ষতিকর কোন ঔষধ নিজে সেবন করিব না অপরকেও দিবোনা। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে, আমার পেশার মান উন্নত রাখিব এবং আমার কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় জানিতে পারিব তাহার গোপনীয়তা রক্ষা করিব।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর